সংবাদ

তারিখ ... 21 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৬

স্টুডেন্ট কেবিনেট : সুকুমার বৃত্তির সুন্দর প্রয়াস

ইয়াসমীন রীমা

এই দিনটার প্রতীক্ষায় ছিল জুনায়েদ আহসান সজল। গত কয়েকদিন ধরে যথেষ্ট পরিশ্রম গেছে তার। ক্লাসের অন্যসব শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় ও মতবিনিময় ইত্যাদি নিয়ে। সবাই সজলকে সমর্থন করেছে। কারণ সজল খুবই মেধাবী। বরাবরই ক্লাসে প্রথম হয়ে আসছে। তাছাড়া সবার সাথে তার রয়েছে বন্ধুসুলভ ব্যবহার। কারো সাথে কখনও কোন বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক কিংবা বিবাদে লিপ্ত হয়নি। স্কুলের স্যারদের কাছেও সে সুপরিচিত সুবোধ ও মেধাবী ছেলে হিসাবে। কুমিল্লা পুলিশ লাইন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সে। স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচনে প্রথমবারের মতো প্রার্থী হয়েছে সজল। তার আশা ছিল বিপুল ভোটে জয়ী হবে সে। কার্যত তাই হলো বিরাট ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হলো সজল। বিকেলে যখন ফলাফল জানানো হলো তার বন্ধুরা তাকে নিয়ে বিজয় উৎসবে স্কুল চত্বর মাতিয়ে রাখল। সজলের ইচ্ছা ছিল দায়িত্ব পেলে স্টুডেন্ট কেবিনেটের সমস্ত কর্তব্য নিখুঁতভাবে পালন করতে সচেষ্ট হবে। স্কুলের পরিবেশ সুন্দর করার জন্য যা করা দরকার কঠিন হলেও সে করতে সচেষ্ট থাকবে।

নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য সারাদেশে প্রথমবারের মতো গত ২১ মার্চ ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন। ইতোমধ্যে এটি পরিচিতি পেয়েছে 'ছোটদের মন্ত্রিপরিষদ' হিসেবে। সম্পূর্ণ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচলিত ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের অংশ হিসেবে এ পদ্ধতি চালু করা হলো। এ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হলো দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল ও দাখিল মাদ্রাসায়। গত বছর পরীক্ষামূলক আয়োজন করা হলেও এবার তা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে।

কিশোর বয়স থেকে গণতন্ত্রের চর্চা ও অন্যের মতামতের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং শতভাগ ছাত্রছাত্রীর ভর্তি ও ঝরে পড়া রোধের উদ্দেশ্য নিয়ে, এবার স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো দু'দফায়। এই দু'দফায় মোট ১৬ হাজার ৪২৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৬ হাজার ৫৬৭টি দাখিল মাদ্রাসাসহ মোট ৪৮৭টি উপজেলা ও আটটি মহানগরে ২২ হাজার ৯৯১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্টুডেন্ট কেবিনেট অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দফায় ৩৭৫টি উপজেলা ও ৮টি মহানগরে ভোট গ্রহণ করা হয়। আর বাকি ১০২টি উপজেলায় ভোট সম্পন্ন হয় ৩১ মার্চ ২০১৬। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আটজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে এক বছরের জন্য স্টুডেন্ট কেবিনেট গঠিত হয়। এক লাখ ৮৩ হাজার ৯২৮টি পদের জন্য প্রায় পাঁচ লাখ প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। মোট ভোটার ৯৭ লাখ ৪৪ হাজার ৪৯৫ জন।

একজন ভোটার প্রত্যেক শ্রেণীতে একটি সর্বোচ্চ তিন শ্রেণীতে দুটি করে মোট আটটি ভোট দিতে পারবে। প্রত্যেক শ্রেণী থেকে একজন করে পাঁচ শ্রেণী থেকে (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী) পাঁচ জন ও পরবর্তী সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত তিন শ্রেণীর তিন জন করে মোট আট জন নিয়ে স্টুডেন্ট কেবিনেট গঠন করতে পারবে।

কেবিনেট প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি সভা করবে। শিক্ষকগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও পরামর্শ দেবেন। প্রতি ছয় মাস অন্তর সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে কেবিটের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। কেবিনেটের মধ্যে আবার তাদেরই ভোটে একজনকে প্রতীকী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করা হবে। সেইসাথে অন্যদের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দফতর বণ্টন করে দেয়া হবে। সেই দফতরগুলো মধ্যে স্কুলের শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। সেগুলো হলো পরিবেশ সংরক্ষণ, পুস্তক ও শিখন সামগ্রী, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সহপাঠ কার্যক্রম, পানিসম্পদ, বৃক্ষরোপণ ও বাগান তৈরি, আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, বিশেষ দিবস ও অনুষ্ঠান উদযাপন করা প্রভৃতি।

এ ব্যাপারে কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার ড. হুমায়ুন কবীর বলেন, প্রথমবারের মতো জাতীয়ভাবে চালু হওয়া স্টুডেন্ট কেবিনেট দেশের শিক্ষার্থী, শিক্ষক অভিভাবকসহ সবার কাছেই নতুন একটি অভিজ্ঞতা। একসময় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে একইভাবে নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে গণতন্ত্র চর্চা করা হতো। আজকের বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া থেকে শুরু করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে ছাত্র সমাজ নেতৃত্ব দানে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে।

তবে নব্বইয়ের দশকের পর থেকেই দেশে আর সেই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের গণতান্ত্রিক ধারাটির চর্চা হচ্ছেনা। কারণ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়া কোন নেতৃত্বই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না। বর্তমান সরকার সেই ধারা ফিরিয়ে এনে তা আবার স্কুল পর্যায় থেকে আরম্ভ করেছে যা অত্যন্ত ইতিবাচক দিক। স্কুল পর্যায়ের কেবিনেট পদ্ধতি নিয়ে অভিভাবক মহলে সামান্য কিছু সংশয় থাকলেও এতে সফলতা আসবে, দেশের শিক্ষার জন্য একটি অভাবনীয় দৃষ্টান্ত হবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, স্টুডেন্ট কেবিনেট প্রবর্তনে কিশোর বয়স থেকে গণতন্ত্রের চর্চা, অন্যের মতামতের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং শ্রদ্ধাবোধ, শিক্ষকদের সহায়তা, শতভাগ শিক্ষার্থী ভর্তি, শিখন-শিখনো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের সম্পৃক্ততা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ইত্যাদি কর্মে সক্রিয় হওয়া যাবে।

শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি শিশুকাল থেকেই গণতন্ত্রের চর্চা, সহনশীলতা ও মূল্যবোধ তৈরির উদ্দেশ্যে এই প্রথম মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের দিয়ে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে স্টুডেন্ট কেবিনেট গঠন করা সত্যি সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ভবিষ্যতে তারাই এ দেশ গড়ে তুলবে, দেশ পরিচালনার মহান দায়িত্ব তারাই পালন করবে। তাই তাদের এখন থেকেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, চরিত্র গঠন ও জ্ঞান চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। এ মহতী উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকারের পাশাপাশি আমাদের সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে।

(পিআইডি-শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম ফিচার)